বিমল সরকার

ছত্রিশ মাসের কোর্স করতে আঠারো মাস অপেক্ষা!

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, দেশে এইচএসসি (উচ্চ মাধ্যমিক) বা সমমানের কোর্সের পাঠ চুকিয়ে ৩৬ মাস মেয়াদি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে উচ্চশিক্ষার নতুন পাঠক্রম শুরু করতে শিক্ষার্থীদের ১৮ মাসই (দেড় বছর) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরে অবস্থান করতে হয়। অনেক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এ পরিস্থিতিকে 'উচ্চশিক্ষার বদলে উচিত শিক্ষা' বলে অভিহিত করলেও বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা ক্ষেত্রে তা-ই বিরাজমান রয়েছে। অন্য নন-এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা যেমন-তেমন, দেশের একমাত্র এফিলিয়েটিং বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত সুবৃহৎ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ তা অল্প কথায় বলে শেষ করা যাবে না।

গত ৩ আগস্ট ২০১৩ সালের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। একই বছরের এপ্রিল মাসের প্রথমদিকে শুরু হয়ে দেশের রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেও জুন মাসের প্রথমার্ধে পরীক্ষাটি সম্পন্ন হয়েছিল। আটটি সাধারণসহ মোট ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে সর্বমোট ১০ লাখের বেশি শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। এর আগে চূড়ান্ত পরীক্ষায় (এইচএসসি ও সমমান) অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নিয়ম অনুযায়ী ২০১২ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বরে ওই শিক্ষার্থীরা যার যার প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষা পাসের পর একে একে নয়টি মাস গত হয়ে গেছে। গত অক্টোবর থেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত কোর্স এবং সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১৩-২০১৪ সেশনে তাদের অনার্স ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়। অথচ আজ পর্যন্ত অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় নতুন সেশনে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ক্লাস শুরু করতে পারেনি। আর উচ্চ শিক্ষাদানকারী দেশের সবচেয়ে বড় কলেবরের প্রতিষ্ঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্লাস শুরু তো দূরের কথা, এখন পর্যন্ত অনার্স ও পাস কোর্সে ভর্তি কার্যক্রমই সম্পন্ন করতে পারেনি। সবারই জানার কথা, নির্বাচনী পরীক্ষা বা ফরম পূরণের পর সাধারণত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের আর কোনো ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। সে হিসেবে এইচএসসি করার পর থেকে কেবল নয় মাস নয়, এক অর্থে দেড় বছর ধরেই (নভেম্বর ২০১২ থেকে মে ২০১৪ পর্যন্ত) লাখ লাখ শিক্ষার্থী রয়েছে বলতে গেলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে। বলা হয়ে থাকে, অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়। এভাবে শিক্ষাজীবনের মাঝামাঝি এসে সুদীর্ঘ সময় শিক্ষা কার্যক্রমের বাইরে অবস্থান করায় আমাদের দেশে সম্ভাবনাময় বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীর অপরিমেয় মেধা ও গুরুত্বপূর্ণ সময় অপচয়ের বিষয়টির প্রতি কারও নজর আছে বলে মনে হয় না। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং আবেগ-অনুভূতির অপচয়ের বিষয়টিও বাটো করে দেখার অবকাশ নেই।

দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী এবং শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাদের একটি কথা প্রায়ই বলতে শোনা যায়— ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যথাক্রমে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা শুরু, অপেক্ষাকৃত কম সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিনের মাথায় ফলাফল প্রকাশ করতে পারাটা শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। শিক্ষা বোর্ডের অধীনে জেএসসি-জেডিসি এবং পিএসসি-ইবতেদায়ি পরীক্ষা চালু করা, বছর শেষে কখন বা কোন তারিখে এসব পরীক্ষা শুরু হবে তা প্রথমার্ধেই বলে দেয়া, দেশের সব স্কুলে শিক্ষার্থীদের হাতে নতুন পাঠ্যবই তুলে দিয়ে ১ জানুয়ারি একযোগে ক্লাস শুরু করা, ১ জুলাই কলেজে একাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু করা, অনলাইনে শিক্ষার্থীদের আবেদন থেকে শুরু করে ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা— এ সবকিছু নিঃসন্দেহে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ইতিবাচক দিক। বিশেষ করে গত শতকের আশি কিংবা নব্বইয়ের দশক, এমনকি বর্তমান শতকের শুরুর কথাও যদি ভাবা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে, এসব ক্ষেত্রে আমরা কোথায় ছিলাম আর এখন কোথায় এসে উপনীত হয়েছি। 'সামরিক-আধাসামরিক সরকার', 'গণতান্ত্রিক সরকার', 'ঐকমত্যের সরকার'; 'ভোট সরকার'— এককথায় কোনো সরকারের আমলেই বোধকরি একটিও দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না যে, এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা সম্পন্ন হওয়ার পর কোনো শিক্ষা বোর্ড এসবের ফলাফল সাড়ে তিন মাস কিংবা নিদেনপক্ষে তিন মাসের আগে প্রকাশ করতে পেরেছে। একইভাবে পাওয়া যাবে না ফেব্রুয়ারি ও এপ্রিল মাসে এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষা শুরু করার দৃষ্টান্তও। বলার আর অপেক্ষা রাখে না, সেদিক থেকে গত কয়েক বছরে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি।

সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্জনের হিরিস্তি হিসেবে ১ ফেব্রুয়ারি এসএসসি ও ১ এপ্রিল এইচএসসি পরীক্ষা শুরু করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে তা গ্রহণ এবং ৬০ দিনের মধ্যে এসব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কথা যে বলা হচ্ছে, তা অস্বীকার করা যাবে না। গত ক'বছর ধরেই এ নিয়ে শিক্ষার্থী-পরীক্ষার্থী তথা গোটা জাতির মাঝেই কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে। কিন্তু এই যে স্বস্তি, বিশেষ করে ৬০ দিনে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের আত্মতুষ্টি— এর পরবর্তী ধারাক্রমের বিষয়টি নিয়েই যত বিপত্তি। দেশে এখন ডিগ্রি পাস কোর্স তিন বছর আর অনার্স কোর্স চার বছরে সম্পন্ন করতে হয় (অবশ্য বাস্তবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয় বছর ও আট বছর লেগে যায়)। ভাবনে অবাকই হতে হয় যে, একদিকে ৬০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের একেবারে তোড়জোড় এবং ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা ও ব্যস্ততা; অন্যদিকে ফলাফল প্রকাশের পর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় পরবর্তী শিক্ষাবর্ষে ভর্তি ও ক্লাস শুরুর জন্য শিক্ষার্থীদের সুদীর্ঘ নয়টি মাস কিংবা আরও বেশি সময় অপেক্ষমাণ রাখা! তাহলে ৬০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের বিষয়টি বছর বছর এত জরুরি বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কার স্বার্থে কিংবা কোন বিবেচনায়? জানি না, এ ধরনের বৈপরীত্য নিয়ে কেউ কখনও বিচলিতবোধ করেন কি-না। আগেই বলা হয়েছে, ২০১২ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকেই শিক্ষার্থীরা রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের সম্পূর্ণ বাইরে। তার মানে লাখ লাখ শিক্ষার্থীর ৩৬ মাস (তিন বছর) মেয়াদি ডিগ্রি পাস ও ৪৮ মাস (চার বছর) মেয়াদি অনার্স কোর্সে ভর্তির আশা নিয়ে সুদীর্ঘ ১৮ কিংবা ১৯টি মাস ধরে প্রতীক্ষার প্রহর গণনা! এইচএসসি স্তরের একটি পরীক্ষা নিতে এবং ফলাফল প্রকাশ করে পরবর্তী শিক্ষা কোর্সে ভর্তি ও ক্লাস শুরু করতে কয়েক লাখ শিক্ষার্থীর এ দীর্ঘসূত্রতার পাঁড়াকলে পড়ার আর কোনো নজির অতীতে বা বর্তমানে আমাদের দেশসহ উপমহাদেশে কিংবা বিশ্বের আর কোথাও ছিল বা আছে বলে আমার জানা নেই।

> ৬০ দিনের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার মাঝে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই, যদি না উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী শিক্ষা কোর্সে যথাশিগগির ভর্তি সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু করা যায়। এ লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষাদানকারী সব প্রতিষ্ঠানেই নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে বিভিন্ন কলেজে ২০১৩-২০১৪ সেশনে অনার্স ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে গত ডিসেম্বরেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য অনলাইনে আবেদন, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ, ফলাফল প্রকাশ, মেধা তালিকাভুক্তদের কলেজে কলেজে ভর্তির আবেদন ও ভর্তি, ১ম রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন এবং নির্বাচিতদের ভর্তির আবেদন, ২য় রিলিজ স্লিপের জন্য আবেদন ও নির্বাচিতদের ভর্তির আবেদন— এতকিছুর পরও সব শিক্ষার্থীর অনার্স ভর্তি কার্যক্রম মে মাসের প্রথম সপ্তাহেও (০২ মে) সম্পন্ন করতে পারেনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এদিকে ১ম ও ২য় রিলিজ স্লিপের মাধ্যমে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ভর্তি কার্যক্রম বাকি রেখেই ৩০ মার্চ কলেজে কলেজে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের (আংশিক) অনার্স প্রথমবর্ষের ক্লাস শুরু করে দেয়া হয়েছে। গত পাঁচ/ছয় মাসে অনার্স ভর্তি কার্যক্রমটি যেভাবেই হোক একটি পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু পাস কোর্সে ভর্তির পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ। এতদিনে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সবে জানিয়ে দিয়েছে যে, অধীনস্থ কলেজগুলোতে পাস কোর্সে ভর্তি হতে ৫ মে'র মধ্যে অনলাইনে আবেদন করতে হবে। আবেদন যাচাই-বাছাই করে মনোনীতদের তালিকা প্রকাশ এবং পরবর্তী সময়ে সে অনুযায়ী ভর্তি এবং ক্লাস শুরু হতে হতে বোধকরি পুরো যে মাসটিই চলে যাবে।

সবারই মনে রাখা দরকার, ৬০ দিনের মধ্যে এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার মাঝে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই, যদি না উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ে পরবর্তী শিক্ষা কোর্সে যথাশিগগির ভর্তি সম্পন্ন করে ক্লাস শুরু করা যায়। এ লক্ষ্যে উচ্চ শিক্ষাদানকারী সব প্রতিষ্ঠানেই নতুন শিক্ষাবর্ষে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যাপক সংস্কার করতে হবে। এ নিয়ে কারও কোনো ধরনের ঢিলেমি, নির্লিপ্ততা, উদাসীনতা ও খামখেয়ালিপনা ভুক্তভোগীদের হতাশা ও মনোযন্ত্রণার মাত্রাই কেবল বাড়িয়ে দেবে।

বিমল সরকার : কলেজ শিক্ষক

05 MAY 2014